পলাশ উপজেলার ইছাখালী ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা

প্রশ্ন ফাঁসকাণ্ডে অধ্যক্ষ বরখাস্ত, নিয়োগ স্থগিত

আ ক ম রেজাউল করিম

পলাশ (নরসিংদী) প্রতিনিধি

প্রকাশ: ১৯ মে ২০২৪ | ০০:১৬

- অ +

পলাশ উপজেলার ইছাখালী ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আ ক ম রেজাউল করিমকে বরখাস্ত করা হয়েছে। গতকাল শনিবার নরসিংদী জেলা প্রশাসনের চিঠির আলোকে মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অডিওর সূত্র ধরে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। সেই সঙ্গে বিতর্কিত নিয়োগও স্থগিত করা হয়েছে। উপাধ্যক্ষ আমজাদ হোসেনকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তথ্যটি নিশ্চিত করেন মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদের সভাপতি আল-মুজাহিদ হোসেন তুষার।

পরিচালনা পরিষদের একাধিক সদস্য জানান, আগের সভাপতি পদত্যাগ করায় এতদিন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। তবে শনিবারের সভায় জেলা প্রশাসনের চিঠির আলোকে অধ্যক্ষকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিতর্কিত নিয়োগও স্থগিত করা হয়।

UNIBOTS

Advertisement

জেলা প্রশাসনের চিঠির আলোকে ব্যবস্থা নেওয়ায় মাদ্রাসার পরিচালনা পরিষদের সভাপতিসহ সব সদস্যের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। অধ্যক্ষের বরখাস্তের খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে মিষ্টি বিতরণ করেন উৎসুক এলাকাবাসী।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ১৪ ডিসেম্বর তিনটি শূন্য পদের বিপরীতে সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। বিজ্ঞপ্তিতে ইবতেদায়ি শাখার প্রধান, কম্পিউটার অপারেটর ও ল্যাব সহকারী পদের জন্য আবেদন চাওয়া হয়। এরপর ২৩ ফেব্রুয়ারি নিয়োগ পরীক্ষা হয়। সেদিন বিকেলে কম্পিউটার অপারেটর পদে পলাশ উপজেলার তানভীর আহমেদ ও ল্যাব সহকারী পদে শিবপুর সাধারচর এলাকার ইতি আক্তারকে নির্বাচিত করা হয়। এর পরই নিয়োগ পরীক্ষার অন্য আবেদনকারীর সঙ্গে অভিযুক্ত অধ্যক্ষের প্রশ্ন ফাঁস-সংক্রান্ত কথোপকথনের অডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। গত ৩ মার্চ ‘মাদ্রাসার নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতি’

শিরোনামে সমকালে সংবাদ প্রকাশ হয়। বিষয়টি নজরে আসে জেলা প্রশাসনের। এরপর তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদকে নির্দেশ দেয় জেলা প্রশাসন।

বরখাস্তের বিষয়ে অধ্যক্ষ আ ক ম রেজাউল করিমের ভাষ্য, কমিটির সভা শেষ হওয়ার আগেই চলে গেছেন তিনি। পরে লোকমুখে শুনেছেন বরখাস্তের কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ত চিঠি পাননি।